কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 27 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৬...

সিন্ডিকেট প্যানেলেই 'নামমাত্র' ভোট

ছাত্রলীগ সভাপতি সোহাগ সাধারণ সম্পাদক জাকির

সোহাগ

জাকির

রফিকুল ইসলাম

জেলা কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ 'নামমাত্র' ভোটে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। এবারের সম্মেলনে দুই বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক একই কমিটির সহসম্পাদক জাকির হোসেন। রবিবার রাতে ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে তুমুল প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা থাকলেও এবার সিন্ডিকেট নির্ধারিত প্যানেলেই 'নামমাত্র' ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ঘটনাকে সংগঠনের সাবেক অনেক নেতাই 'প্রহসন' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ প্রত্যেক সম্মেলনে পদপ্রত্যাশী একাধিক প্যানেল থাকলেও এবার ভোটগ্রহণ শুরুর আগেই সবাই নিশ্চিত হয়ে যায় কারা হচ্ছেন ছাত্রলীগের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি। কাজেই তাঁদের সমর্থকদের মধ্যে সকাল থেকেই ফুরফুরে একটি ভাব ছিল। একপর্যায়ে সোহাগ-জাকিরও কাউন্সিলরদের কাছে ভোট চাওয়া বন্ধ করে দেন।

গতকাল রবিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে

▶▶ পৃষ্ঠা ১২ ক. ৬

সিন্ডিকেট প্যানেলেই 'নামমাত্র' ভোট

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ১০১টি জেলা ইউনিটের প্রত্যেকটির ২৫ জন ও কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সদস্য মিলে ভোটার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ভোটগ্রহণ শুরুর আগে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা পদপ্রত্যাশী নেতাদের সঙ্গে সাবেক সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ, সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম, নির্বাচন কমিশনার সুমন কুণ্ডু, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক ও শেখ রাসেল বৈঠক করেন। সেখানে তাঁদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা হয়। এরপর অনেকে সরে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত সভাপতি পদে ১০ জন ও সাধারণ সম্পাদক পদে ১৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের মধ্যে জাহাঙ্গীর কবির নানক, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, আলাউদ্দীন চৌধুরী নাসিম, এ কে এম এনামুল হক শামীম, সাইফুজ্জামান শেখর, মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন, যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী প্রমুখ সম্মেলনকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ভোট প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভোট শুরুর আগে কিংবা পরেও বিরোধী কোনো প্যানেল ঘোষণা করা হয়নি। ছাত্রলীগ নেতাদের দাবি, নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত সিন্ডিকেট নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এর বিরোধী হিসেবে ছিল সাবেক সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের প্যানেল। কিন্তু বয়সের কারণে এই অংশের সম্ভাব্য প্রার্থী সাবেক কমিটির এক নম্বর যুগ্ম সম্পাদক শামসুল কবির রাহাত ছিটকে পড়ায় আর প্যানেল ঘোষিত হয়নি। এতে কান্নায় ভেঙে পড়েন এর সমর্থকরা। অনেকে ক্ষোভে-দুঃখে রাজনীতিই ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেন। এই প্যানেলটি বাদ পড়ায় সিন্ডিকেটের বিপক্ষে আর কোনো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী গড়ে ওঠেনি।

এ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের সাবেক এক সহসভাপতি বলেন, 'সিন্ডিকেটের বিপক্ষে গিয়ে কারো জিতে আসা অসম্ভব। কারণ জেলা কাউন্সিলররা তাঁদেরই লোক।'

সকাল ৯টা থেকেই রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে হাজারো নেতাকর্মীর ভিড় জমে। মাইকে বাজতে থাকে দলীয় গান ও স্লোগান। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ২৮তম সম্মেলন উপলক্ষে জেলা ইউনিটের কয়েক হাজার নেতাকর্মী আসে ভোট দিতে। সবার মুখেই ছিল স্লোগান 'সোহাগ-জাকির পরিষদ; সবার সেরা পরিষদ', 'শেখ হাসিনার পরিষদ; সোহাগ-জাকির পরিষদ'। রংপুর বিভাগের পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলা কাউন্সিলরদের ভোট প্রদানের মাধ্যমে সকাল ১১টায় ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সাবেক সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ সিরাজগঞ্জ জেলার ২৫ জন কাউন্সিলরের নাম ঘোষণা করলেও সেই সময় ২৯ জন ব্যালট সংগ্রহ করছেন। কাউন্সিলর কার্ড না থাকা সত্ত্বেও অনেকে ভোট দিয়েছেন।

সাইফুর রহমান সোহাগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন সাইফুর রহমান সোহাগ। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম শেষে এখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্বে অধ্যয়ন করছেন। গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর। রিপন-রোটন কমিটির সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। সোহাগ-নাজমুল কমিটিতে পরিবেশবিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। সাইফুর রহমান সোহাগ বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আসা দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। সবাইকে নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠন পরিচালনা করব। গঠনতন্ত্র ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংগঠনকে গতিশীল করে তুলব। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাব।'

এক প্রশ্নের জবাবে সাইফুর রহমান সোহাগ বলেন, 'ছাত্রলীগ ছাত্রদের সংগঠন। এ সংগঠন সব সময়ই সাধারণ ছাত্রদের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও ছাত্রদের অধিকার ও দাবি আদায়ে কাজ করে যাবে। ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষাসংক্রান্ত অধিকার ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানই আমার প্রথম কাজ।'

জাকির হোসেন : সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা এলাকার সন্তান জাকির হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্ব শেষ করেছেন। বর্তমানে একই বিভাগে তিনি এমফিল করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল শাখার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাবেক কমিটির সহসম্পাদক ছিলেন তিনি।

জাকির হোসেন বলেন, 'আমার প্রথম পদক্ষেপ হবে মেধাবী ও সৎ শিক্ষার্থীদের ছাত্রলীগে যুক্ত করা। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাব। ছাত্র সংগঠন হিসেবে সাধারণ ছাত্রদের সব দাবি-দাওয়া নিয়ে সোচ্চার ও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে ছাত্রলীগ।'

আরো তিনজন মনোনীত : গতকাল রাতে নতুন কমিটিতে আরো তিনজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ঢাকা মহানগর উত্তর শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক রানা সহসভাপতি পদে মনোনয়ন পেয়েছেন। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদ পেয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সম্পাদক আসাদুজ্জামান নাদিম। আর মাস্টার দা সূর্যসেন হলের সাবেক সভাপতি মোবারক হোসেনকে দেওয়া হয়েছে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ।